বিষয় উপস্থাপনাঃ- গৌতম সরকার

সহঃকারী অধ্যাপক

(ইতিহাস বিভাগ)

এস,আর,ফতেপুরিয়া কলেজ

বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ।

প্রাচীনপ্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতির বিবরণ (ভারতবর্ষীয় প্রেক্ষাপট)

বিষয় সংক্ষিপ্তসারঃ-

বিশ্বের মানব সংস্কৃতির আদিতম অধ্যায়ের এক গুরুত্বপূর্ণ সংযজন ভারতীও প্রাক-ইতিহাস। ভারতের প্রস্তরযুগের সংস্কৃতি কিংবা মানবজীবনের ইতিহাস নিঃসন্দেহে তুলনা করা যায় আফ্রিকা , ইউরোপ এবং এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের প্রস্তরযুগীও জীবন্ ধারার সঙ্গে। সুপ্রাচীন হিমযুগের প্রতিকূল পরিবেশে আদিম মানুষ ভারতের বুকে এঁকে দিয়েছিল গর্বিত পদচিহ্ন। মানব সংস্কৃতির সর্বপ্রাচীন পর্ব পুরাপ্রস্তর বা পুরাতনপ্রস্তর যুগ মানুষের জৈবিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের আদিতম অধ্যায়। এই যুগ ছিল কৃষিকাজ প্রবর্তনের আগেকার যুগ। এই যুগের অপর বৈশিষ্ট্য ছিল অমসৃণ পাথর দিয়ে তৈরি হাতিয়ার এবং আগুনের আবিষ্কার। প্রকৃতপক্ষে ভারতের প্রায় সমগ্র অঞ্চল থেকে পাওয়া গেছে নিম্ন-প্লেইস্তসিন যুগ থেকে মানুষের তৈরি হাতিয়ার , যাহা ভারতবর্ষকে বিশ্বের দরবারে একটি সমৃদ্ধ ইতিহাসের ক্ষেত্র রূপে তুলে ধরেছে।

বিষয়টি পড়বার বা জানবার উদ্দেশ্য ঃ-

১) ভারতের ইতিহাসের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে ধারণা তৈরী করা।

২) কিভাবে মানুষ প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ঘটিয়েছিল?

৩) মানব সংস্কৃতির প্রাথমিক পর্বটি কেমন ছিল?

পুরাপ্রস্তরযুগ কাকে বলে-

মানব্ জীবনকে হাতিয়ার বা অস্ত্র তৈরীকরবার প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে কতগুলি ভাগে ভাগ করা যায় , যথা- প্রস্তরযুগ , তাম্রপ্রস্তরযুগ ও লৌহযুগ । প্রস্তরযুগকে আবার তিনটি পর্বে ভাগ করা হয়ে থাকে ,যথা- প্রাচীন ,মধ্য ও নব্যপ্রস্তরযুগ এবং প্রাচীনপ্রস্তরযুগকেও আবার তিনটি পর্বে ভাগ করা জায়- নিম্ন , মধ্য ও উচ্চ পুরাপ্রস্তরযুগ। এই পুরাপ্রস্তরযুগকে সাধারণত মানুষের খাদ্য সংগ্রহের পর্যায় হিসাবে চিহ্নিত করা হয় , উল্লেখ্য মানব সংস্কৃতির সর্বপ্রাচীন নিদর্শন মেলে এই পুরাপ্রস্তর পর্বে।

সময়কালঃ-

পুরাপ্রস্তর যুগের কালনির্ণয়ের বিষয়টি আপাতদৃষ্টিতে কঠিন বলে মনে হলেও পুরাতাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিকদের নিরলস প্রচেষ্টায় তা এখন অনেকটাই আয়তের মধ্যে এসেছে। বর্তমান ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে নিম্ন পুরাপ্রস্তর যুগের যে তারিখগুলি পাওয়া গেছে তা হল-

পশ্চিম রাজস্থানের দিদওয়ানা অঞ্চল-৩,৯০,০০০ বছর বা তার বেশি; ১,৫০,০০০ বছর পর্যন্ত।

সৌরাষ্ট্রে জুনাগড় ও উমরেথি থেকে পাওয়া তারিখ- ১,৯০,০০০ বছর বা কম বেশী।

মহারাষ্ট্রের গোদাবরী উপত্যকায় নেভাসা- ৪,০০,০০০ বছর বা কম বেশী।

কর্ণাটকে কৃষ্ণা উপত্যকায় য়েদুরওয়াড়ি থেকে ৪,০০,০০০ বছর বা কম বেশী।

কর্ণাটকে হুন্সগি ও বৈচাবল উপত্যকায়- ২,৯০,০০০ বছর, ৩,৫০,০০০ বছর ও ১,৭৪,০০০ বছর।

পূর্ব মধ্যপ্রদেশের শোন উপত্যকা- ১,০৩,৮০০ বছরের কম-বেশি বা ১৯,৮০০ বছর- নিম্নপুরাপ্রস্তর যুগের একেবারে শেষ পর্যায়।

তবে মধ্যপুরাপ্রস্তর যুগের তারিখ নিরূপণে রেডিও-কার্বন পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটানো হয়েছে। ঐ পদ্ধতিতে মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রত্ন ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত সামগ্রীর তারিখগুলি ৪০,০০০ থেকে ১০,০০০ বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তবে অন্যান্য পদ্ধতিতে এগুলির তারিখ ১,০০,০০০ থেকে ২৬,০০০ বছরের মধ্যে নির্ণীত হয়েছে।

উচ্চপর্যায়েরও একটি প্রাচীণ তারিখ হল ৪৫,০০০-৪০,০০০ বছর(পটওয়ার অধিত্যকায়) পেশয়ারের উত্তরপূর্বে সাংঘাও গুহার তারিখ ৪২,৫০০। অন্যদিকে মধ্যপ্রদেশে উজ্জয়নি ও মান্দাসর জেলার দুটি অঞ্চল থেকে পাওয়া তারিখ ৩১,০০০ বছর, কিছু তারিখ ২০,০০০ বছরেরও কম। তবে বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা এবং উত্তরপূর্ব অঞ্চলের কোন তারিখ নেই।

হাতিয়ার বা আয়ুধগুলির অগ্রগতির বিবর্তন ঃ-

পুরাপ্রস্তর যুগের সংস্কৃতি সম্পর্কে সঠিক অনুধাবনে আমাদের মনে রাখা দরকার যে, পুরাপ্রস্তরের নিম্নপর্বই মানব সংস্কৃতির প্রাচীনতমপর্ব। মানব সংস্কৃতির একেবারে সূচনাপর্বে হোমোহাবিলিস নামে এক প্রায়-মানুষ জীবের উদ্ভব হয়। এরপর ধীরে ধীরে হোমোহাবিলিস হোমোইরেক্টাস-এ এবং হোমোইরেক্টাস বিবর্তিত হয়ে হোমোসেপিয়েন্স তথা আধুনিক মানুষের রূপ নেয়। এই আধুনিক মানুষের বিবর্তন ঘটেছিল পুরাপ্রস্তর যুগে মধ্য অথবা উচ্চ পুরাপ্রস্তর পর্বে, অর্থাৎ মানব সংস্কৃতির এই অগ্রগতিকে বুঝতে পারব হাতিয়ারগুলির বিবর্তন লক্ষ্য করলে- প্রথমতঃ-পুরাপ্রস্তর যুগের নিম্ন , মধ্য ও উচ্চ পর্যায়ের হাতিয়ারগুলির মধ্যে পর্যায় অনুযায়ী একটা প্রভেদ আছে- যেমন, নিম্ন পর্যায়ে হস্ত-কুঠার(Hand-axe), ছেদক(Cleaver), মধ্য পর্যায়ে ছাঁচার জিনিস(Scraper), উচ্চপর্যায়ে লম্বা চিল্কা(Blade) ও খোদাই করা জাতীয় কাজে প্রয়োজনীয় জিনিস(Burin) সংখ্যায় বেশি, তবে, এক পর্যায়ের জিনিস অন্য পর্যায়ে পাওয়া যায় না এমন নয়।

দ্বিতিয়তঃ-আয়ুধগুলি বানানোর পদ্ধতির ও পর্যায় অনুযায়ী কিছু তারতম্য আছে। নিম্ন পর্যায়ের জিনিসগুলি সোজাসুজি একটি পাথর বা তার টুকরো থেকে বানানো হয়েছে। মধ্যপর্যায়ে দেখা যায় প্রথমে মূল বড় পাথর বা পাথরের টুকরোটির ওপর , যে জিনিসটি বানানো হবে, চিলকা তুলে তুলে তার একটি প্রাথমিক আকৃতি দেওয়া হচ্ছে । পরে একটি আঘাত দিয়ে আকার দেওয়া চিলকাটি মূল পাথর বা পাথরের

টুকরো থেকে আলাদা করে নেওয়া হচ্ছে। 'ব্লেড' নামক লম্বা; অপেক্ষাকৃত কম চওড়া; চিলকা ছাড়ানোর জন্য একটি পাথরকে প্রথমে বর্তুল আকারে নিয়ে আসা হচ্ছে ও তার চারদিক থেকে লম্বা চিলকা ছাড়ানোর উপায় করা হচ্ছে।

তৃতীয়তঃ- হাতিয়ারগুলি ভিন্নধরনের পাথর থেকে তৈরী হয়েছে। সাধারণভাবে আমরা দেখি যে নিম্ন পর্যায়ে Quartz এবং Basalt জাতীয় পাথর ব্যবহার করা হচ্ছে হাতিয়ার বানানোর জন্য। পরবর্তী দুটি পর্যায়ে সহজে চিলকা ছাড়ানো যায় এমন সূক্ষ্মদানা বিশিষ্ট Quartz ইত্যাদি জাতীয় পাথর ব্যবহার করা হয়েছে এবং আনুপাতিক ভাবে এদের ব্যবহার অনেক বেশী।

এছাড়াও আমরা জানতে পেরেছি যে, পাথরের হাতিয়ার বেশি পাওয়া গেলেও হাড়ের জিনিসও উচ্চপর্যায়ে কুরনুল থেকে পাওয়া যায়। আর কাঠের ব্যবহারও থাকা খুব অস্বাভাবিক নয়।

চতুর্থতঃ প্রস্তরযুগের মানুষের সবথেকে বড় আবিষ্কার আগুনের ব্যবহার। আগুনকে জানা ও বশে আনা মানুষের এক বিশাল কৃতিত্ব। আগুন বশে আসার ফলে মানুষের শক্তি অনেকগুণ বৃদ্ধি পায়। শীত থেকে আত্মরক্ষা, গুহার অন্ধকার দূরীকরণ, বন্য, হিংস্র জীবজন্তুকে দূরে রাখা, রান্নার মাধ্যমে খাদ্যকে শরীর উপযোগী করা সম্ভব হয় আগুন আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের যে শাখা রসায়নবিদ্যা রূপে বিকাশ লাভ করে তারও সূচনা আগুনের আবিষ্কার থেকে। অর্থাৎ আগুনের আবিষ্কার ছিল বৃহৎ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার।

জীবনধারা বা সংস্কৃতির সমন্বয়িক্রুপঃ –

অর্থাৎ হাতিয়ারের অগ্রগতির বিবর্তিতরূপ দেখে আমরা বুঝতে পারি যে, হোমোহাবিলিস ও হোমোইরেকটাস মানুষের জীবন ছিল বা সংস্কৃতি ছিল বৈচিত্র্যময়। উৎখননের ফলে প্রাপ্ত হাতিয়ার ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অনুমান করা সম্ভব হয়েছে যে, সেই সময়ের মানুষ(প্রায়-মানুষ)-এর কোন স্থায়ী বসবাস ছিল না। প্রকৃত অর্থে তারা ছিল যাযাবর। জল, শিকার ও ফল্‌মুলের সহজলভ্যতা তাদের পরিবর্তন করত, সাধারণত পাহাড়ের পাদদেশে, উন্মুক্ত মাল্‌ভুমি, নদীর তীরবর্তী এলাকাও অরণ্য সীমান্ত তাদের বসবাসের পক্ষে উপযুক্ত ছিল।

সামাজিক কোন রীতিনীতি, বিধি-বিধান তখন ছিল না স্বাভাবিকভাবেই, তবে মানুষ বসবাস করত দলবদ্ধভাবে, অর্থনৈতিক জীবন ও ছিল খুবই সরল ; কৃষি, বানিজ্য, শিল্প—অর্থনীতির এই তিন প্রধান উৎসের কথা তখন ছিল চিন্তার অতীত, মানুষ বা প্রায়-মানুষ-রা ছিল খাদ্যসংগ্রাহক, খাদ্য উৎপাদনের ব্যপারটা তাদের জানা ছিল না, কৃষির আবিষ্কারও তখন হয়নি। বনের ফলমূল ও জন্তুজানোয়ারই ছিল তাদের জীবনধারণের প্রধান সম্বল, শিকারে তারা পারদর্শী ছিল, প্রযুক্তি হিসাবে তারা স্টোন হ্যামার টেকনিক-এর ব্যবহার করত। হাত-কুঠার, ছেদক, কোপানি-প্রভৃতির সাহায্যে এরা শিকার করা, পশুর ছাল ছাড়ানো, মাংসবের করা, এমনকি গাছকাটা প্রভৃতি কাজ করত।

অর্থাৎ আমাদের মূল বক্তব্য হল যে, আমরা এই পুরাপ্রস্তর যুগীয় ইতিহাস বা সংস্কৃতির ধারা থেকে অবিচ্ছিন্ন।

----------*----------

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ-

১) ভারতবর্ষের প্রাগিতিহাস- দিলীপ কুমার চক্রবর্তী।

২) প্রাক-ইতিহাস-ভারতবর্ষ- ইরফান হবিব।

৩) ভারতবর্ষের ইতিহাস- গোপাল চন্দ্র সিনহা।

সম্ভাব্য প্রশ্নঃ-

১) পুরা বা প্রাচীন প্রস্তরযুগ কাকে বলে? (২)

২) প্রাচীন প্রস্তর যুগের হাতিয়ার বা আয়ুধগুলির বিবর্তনের ধারা সংক্ষেপে বর্ণনা কর? (৫)

৩) পুরাপ্রস্তরযুগীও সংস্কৃতির মূল ধারাগুলি কি? ব্যাখ্যা কর। (১০)

৪) ভারতবর্ষে পুরাপ্রস্তরযুগীও সংস্কৃতির সর্বপ্রাচীন সময়কাল কত ও কোথায় পাওয়া যায়-উল্ল্যেক কর। (২)

৫) কোন পর্বে মানুষ আগুনের আবিষ্কার করতে শিখেছিল? তাহা মানব জীবন সংস্কৃতিকে কি পরিবর্তন এনে দিয়েছিলো? (৫)